ভোরের কাগজ

তারিখ 17 NOV 1998
পৃঃ ৪ কলাম ৪

দেশে বিদ্যুৎ সঙ্কট এব
শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্গতি

এমাজউদ্দীন আহমদ

ষড়যন্ত্র তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি না। এই তত্ত্ব অক্ষমদের অক্ষমতা ঢাকা দেওয়ার একটি কৌশল মাত্র। ব্যর্থদের ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার অপকৌশল বটে। কিন্তু তারপরও মনে প্রশ্ন জাগে— দেশে বিদ্যুতের এই বেহাল অবস্থা কেন? শিক্ষা এবং শিক্ষায়তনের এই করুন অবস্থা কেন? বিদ্যুৎ এখন বিলাসিতার কোনো পণ্য নয়। ব্যক্তিজীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক বিদ্যুৎ। সমষ্টিগত জীবনে অগ্রগতির প্রতীক বিদ্যুৎ। শুধু শিল্পক্ষেত্রে নয়, কৃষির মতো সনাতন খাতও বিদ্যুৎনির্ভর হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে তাই 'পাওয়ার সেক্টর' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সেক্টরের অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয় অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বাহ্যিক দিকে যেমন বিদ্যুৎ, শিক্ষা তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তাকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি ছাড়িয়ে সামষ্টিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে। ব্যক্তির সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে এবং জাতীয় মননের জাগৃতিতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের দুর্ভাগ্য, এ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। এই ব্যর্থতাকে কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্বের আড়ালে নিয়ে আত্মরক্ষার কোনো প্রয়াস নেই, কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রে আমাদের অমার্জনীয় ব্যর্থতা কেন এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সকলকে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গত ৫০ বছর ধরে এমনিতেই চলে আসছে এক ধরনের অপপ্রচার এবং হতাশা। তার উপর আমাদের ব্যর্থতা, বিশেষ করে বিদ্যুৎ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা, সরকারের ঔদাসীন্য এবং দলীয় চেতনার দোহাই দিয়ে বিদ্যমান কাঠামোকে দুমড়ে-মুচড়ে নিঃশেষ করার প্রবণতা— সব মিলে যেন ঐসকল অপপ্রচারকে সত্যে পরিণত করতে উঠে পড়ে লেগেছি আমরা।

বাংলাদেশে যখন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গণহত্যাযজ্ঞেরত রিচার্ড নিক্সনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার তখন বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের কয়েকজন নেতার সঙ্গে গভীর আগ্রহভরে আলোচনা করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের কথা ভুলে গিয়ে অবিভক্ত পাকিস্তান যেন টিকে থাকে সেই এজেণ্ডা নিয়ে। কিসিঞ্জারের মূল বক্তব্য ছিল– অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ কোনোদিনই 'ভায়াবল' (Viable) বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না। ফলে কোনো এক সময়ে বাংলাদেশ ভারতের একটি অংশে পরিণত হতে বাধ্য হবে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় এখন যে এক ধরনের সাম্যাবস্থা বিরাজ করছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তার অবসান ঘটবে।

তারও ২৫ বছর পূর্বে হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৭ সালের ২৪ মে Star of India পত্রিকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'বঙ্গদেশ যদি বিভক্ত হয় তাহলে এই বিরোধিতার মুখে তার পক্ষে দুই বা তিন মাসের বেশি টিকে থাকা সম্ভব হবে না। পূর্ব বাংলা খাদ্য সংস্থান ক্ষেত্রে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গেও তার তেমন যোগাযোগ সম্ভব হবে না' [If Bengal was partitioned it would not be possible for that state to exist as a hostile state even for two or three months. East Bengal was highly deficient regarding food and would have no communication with other Muslim states'.]।

বাংলাদেশ ১৯৪৭ সালে 'পোকা খাওয়া' (moth-eaten) পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে, শত্রুর মুখে ছাই-ভস্ম ঢেলে দিয়ে, শুধু টিকে আছে তাই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলের একটি সম্মানীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু সেই অপপ্রচারের যেন শেষ নেই। পাশ্চাত্যের একটি মহল এবং আমাদের মহান প্রতিবেশীর একটি শক্তিশালী লবি এখনো আশা করছে, ২৫ বছরের চক্র (cycle) অতিক্রম করতে সক্ষম হলেও বাংলাদেশ ৫০ বছরের বৃহত্তর চক্রের টানাপোড়েন অতিক্রান্ত করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

আশির দশকের মাঝামাঝিতে সংগৃহীত এক হিসাবে দেখা যায়, ভারতের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের মতো। ভারতের শিক্ষায়তনে তারা ভালোই করছে। এসব ছাত্রছাত্রীর বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল এ দেশের শিক্ষায়তনে সেশনজট, পরীক্ষা

গ্রহণ এবং ফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব, শিক্ষার অবনত মান প্রভৃতি। জানা গেছে, বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয় এলাকায় বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বহু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

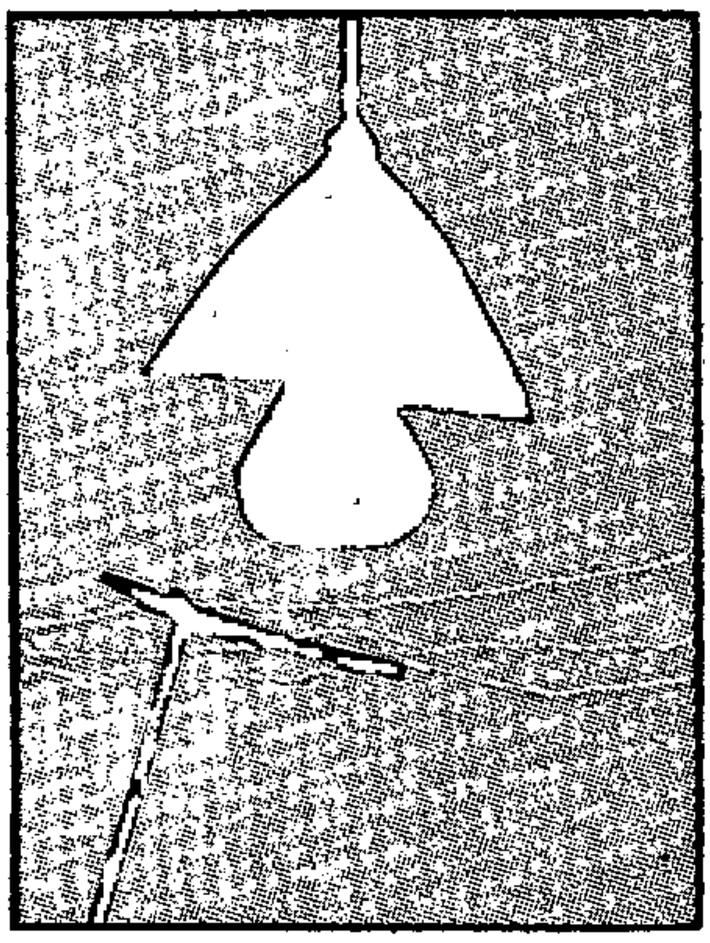

এখনকার খবর রাখি না। তবে এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে যে কেউ অনুভব করবেন, অবস্থার অবনতি ঘটেছে। সেশনজট বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের মাত্রা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ন্যাক্কারজনক ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা সবকিছুকে ছাড়িয়ে সংযোজন করেছে নতুন আর এক মাত্রা। যে সকল অভিভাবকের প্রচুর অর্থ-বিত্ত রয়েছে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাবেন পাশ্চাত্যের কোনো অগ্রবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। যাদের তেমন কিছু নেই, অথচ ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য ভীষণ উদগ্রীব, তারা

পাঠাবেন ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতি
এভাবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অব
ক্রমে শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্রহণের অনুপযে
উঠলে তাকে কি বলবেন? ষড়যন্ত্র বলবে
আমি রাজি নই, কিন্তু এর বিষয় ফল
মারাত্মক তা যে কেউ বুঝবেন।

জাতীয় পর্যায়ের নেতা-নেত্রীরা গল
বক্তৃতা দিতে পারেন। অ-কথা কু-ক
ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি নেই। কিন্তু জাতি
ভবিষ্যৎ রচনায়, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ
সুশিক্ষিত করে চিন্তায় এবং
দিকনির্দেশনাদানের ক্ষেত্রে তাদের যে ব
সম্পর্কে তারা একটি কথাও বলেন না
সমালোচনায় ভয়ঙ্কর দক্ষ এইসব নে
আত্মসমালোচনা দূরে থাক, তাদের ব্যর্থ
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে ভীষণভাবে দুর্যে
তার দিকেও বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

> **জাতীয় পর্যায়ের নেতা-নেত্রীরা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিতে পারেন। অ কু-কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি দিকনির্দেশনাদানের ক্ষেত্রে তা ব্যর্থতা সে সম্পর্কে তারা একটি বলেন না। অপরের সমালোচনায় দক্ষ এইসব নেতা-নেত্রী আত্মসম দূরে থাক, তাদের ব্যর্থতার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা যে ভীষণভাবে দুর্যোগকবলিত তার দিকেও বি খেয়াল নেই তাদের।**

বিদেশের উত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শি
যেকোনো মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীর
অভিভাবকরাও তাই চান। কিন্তু এ দে
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের কোনো পরিবে
এই অজুহাতে অভিভাবকরা যদি
নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ছে
পাঠাতে বাধ্য হন এবং এ লক্ষ্যে এ দে
প্রতিষ্ঠানের প্রতি যদি আস্থাহীনতা অথব
প্রতিযোগিতা চলে অথবা নিজেদে
শিক্ষার পরিবেশ যদি দিনে দিনে এ
থাকে তাহলে কি বলবেন?

বাংলাদেশে বিদ্যুতের ঘাটতি এ
সীমাহীন 'লোডশেডিং' যে নাটকীয়
পেয়েছে সে দিকে তাকালেও একই
চিত্র। ক্ষমতাসীন সরকার প্রথমে সব
সরকারের উপর চাপিয়ে দিয়ে এ
চেয়েছিল। বিগত বিএনপি

সরকারি সূত্রের হিসা
সুহার্তোর ব্যাংক ব্যা
মাত্র ২৬ লাখ ডলার

ইন্দোনেশিয়ার পতিত প্রে
সুহার্তোর ব্যাংকে জমানো অর্থে
২৬ লাখ ডলার বলে সে দেশে
জানিয়েছে। এর আগে
গণমাধ্যমগুলোর খবর তার
পরিমাণ কয়েক ট্রিলিয়ন বলে
হয়েছিল। এপি।

গত মে মাসে ব্যাপক অ
সংকটে পতিত ইন্দোনেশিয়ার
বিক্ষোভের মুখে সুহার্তোর পত
জনসাধারণের ধারণা, ৩২
স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলে সুহার্তো
পরিবার ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্য
পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ হাতিয়ে নে
বাণিজ্য-বিষয়ক মার্কিন সাময়িকী
জানিয়েছিল। সুহার্তোর সম্পদের
৪০০ কোটি ডলার। এ
ইন্দোনেশিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলে
থেকে প্রায় ৭০টি ব্যাংকে তদন্ত
হয়। তদন্ত শেষে পতিত প্রে
সম্পদের পরিমাণ মাত্র ২৬ লাখ ড
জানানো হয়েছে।

সাম্প্রদায়ি
জীবাণু অ

জিনগত পার্থক্য বিবেচন
শুধুমাত্র আরবদের ওপর আঘাত
এমন জীবাণু অস্ত্র তৈরির জন্য ই
গবেষণা চালাচ্ছে। লন্ডনের
টাইমসের এক রিপোর্টে এ ক
হয়েছে। এএফপি, এপি।

এ অস্ত্র ইহুদিদের ক্ষতি ন
শুধুমাত্র আরবদের আঘাত কর
ইসরায়েলি সামরিক সূত্র এবং
গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে ঐ
টাইমসের ঐ রিপোর্টে উল্লেখ ক
এতে বলা হয়, ইসরায়েলি গ
বিশেষ ধরনের আরব জিন
করছেন। শুধুমাত্র আরবদের
হামলাকারী ভাইরাস তৈরি করাই
গবেষণার উদ্দেশ্য।

রিপোর্টে আরো বলা হয়,
রাসায়নিক এবং জীবাণু যুদ্ধের
প্রত্যুত্তর হিসেবে ইসরায়েল এই
তৈরি করছে। বাতাস অথবা
সরবরাহের মাধ্যমে ভাইরাসটি
দেওয়া হবে।

ইসরায়েলের প্রধান রাসায়নি
জীবাণু অস্ত্র তৈরির গবেষণাগা
জাইওনার বায়োলজিক্যাল ইনস্টি
গবেষকরা আরব সম্প্রদায়ের,
জিনগত ইরাকিদের বৈশিষ্ট্য
করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযু
অশউইৎজ বন্দীশিবির নাৎসি
ডাক্তার জোসেফ মেনগেলের জে
পরীক্ষারই অনুরূপ ঘটনা
ইসরায়েলের এই জীবাণু অস্ত্র
দেশটিতে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে

ব্রিটেনের জীবাণু প্র
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ ধরনে
তৈরি তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব।

শীর্ষ খেমার নেতা
অভিযুক্ত করার ম
যথেষ্ট তথ্য আছে

কম্বোডিয়ায় নিষ্ঠুর খেমার
চার বছরে সংঘটিত গণহত্যা
যুদ্ধাপরাধের দায়ে শীর্ষ খেমার
অভিযুক্ত করার মতো পর্যাপ্ত তথ
রয়েছে। কম্বোডিয়ার ডকুমেন্টেশন